IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলার ঘরোয়া চিকিৎসা

BANGLAR GHAROYA CHIKITSA

Bithusmita Mandal
Ex-Student, Dept. of History
Jadavpur University, Kolkata-700032

সৃষ্টির আদি লগ্নে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই রোগ মানব প্রজাতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নিত্য সঙ্গী হয়ে মানুষের দেহে আশ্রয় নিয়েছে। রোগ বা শরীরের অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা মানুষকে বিব্রত করেছে। দেহের বিকারের নানা লক্ষণ ও কারন বুঝতে মানুষকে বহুবছর একান্ত নিরুপায় ভাবে অপেক্ষা করতে হয়েছে। দেহকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করাও মানুষের সাধ্যাতীত। আদি.মানুষ যাদুবিদ্যাএ সম্মোহন বিদ্যাএ তুক্ তাক্এ মাদুলিএ তাবিজএ কবজএ গাছের শিকড়এ পাতার রস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করত। সিন্ধু বা হরপ্পার আদিবাসীগণ ও আর্যরা দেহের বিকারে প্রতিশোধক হিসাবে ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বস্তি পেত। অথর্ববেদে চিকিৎসার নিদান সম্পর্কে জানা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় এক হাজার পূর্বে ভারতে এই চিকিৎসাবিধির একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। ঃচরক সংহিতাঃ ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা জগতে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আহরিত রয়েছে প্রায় দুই হাজার ভেষজ ওষুধের নাম। ভারতের ঋগ্বেদ ;আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ্ব অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদ ;আনুমানিক ১০০০.৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ্ব বহু ঔষধি ব্যবহারের কথা আমরা জানতে পারি। ঃআয়ুর্বেদঃ শাস্ত্রকে পৃথিবী চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়। এই চিকিৎসা শাস্ত্র প্রজ্ঞা ও মনীষা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তারা হলেন চরকএ সুশ্রুতএ নাগার্জুনএ বঙ্গসেনএ ভাবপ্রকাশএ ঈশানদেবএ গঙ্গাধর প্রমুখ। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বহু জনজাতি বাস করেন তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চিকিৎসা প্রণালী বর্তমান। গাছ.গাছালি জলএ তেলএ ইউনানীএ আয়ুর্বেদীয় ইত্যাদি লোক চিকিৎসার অঙ্গ।

গ্রাম বাংলার বহু ধর্মীয় আচার.অনুষ্ঠানের মধ্যেই উদ্যোক্তার মনে এবং প্রার্থনায় সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর কাছে একটি সুপ্ত বাসনা গুপ্ত বা নিরুচ্চারিত থাকে না যে নৈবেদ্যগ্রহীতা নিবেদককে প্রসন্ন করুণাঘন দৃষ্টিতে রক্ষা করবেন। যেমনএ বসন্তকালে শীতলার পূজা হয় ব্যক্তিগতভাবে বা গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই অন্তর্গত প্রার্থনা নিয়ে যে মা শীতলা যেন শীতলভাবাপন্ন হন এবং বসন্ত মহামারীর প্রাদুর্ভাব থেকে সকলকে রক্ষা করেন।[১] আবারএ মহামারীএ মড়কএ খরাএ বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক বিপর্যয় সমান্তরাল কার্যকারণ ভাবনায় কল্পিত হতো।

তাই যুগপৎ মুক্তিকামনায় প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ হবে যূথবদ্ধএ যৌথ এবং সমষ্টিগত। জনস্বাস্থ্যের পুনর্বাসনে জনান্তিক ব্যক্তিগত নয়এ জনতার সমষ্টিগত সতর্কতা প্রয়োজন। সতর্কতার অর্থ দেবদেবীর সম্ভাব্য ক্রোধ উৎপাদন থেকে বিরত থাকায় পাপ বা অনাচারমূলক কর্ম বা ভাবনার অনুশীলন থেকে দূরে থাকা। দৈবী ক্রোধ বা নৈসর্গিক বিরাগ অসতর্কতা বা অজ্ঞানতা থেকে উৎসারিত হলে প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তমূলক দেবস্তুতি বা দেবার্চনা। আবার রোগ শোক ব্যাধি যেহেতু দেবতার শাস্তিমূলক ভ্রুকুটিএ তাই রোগ নিরাময়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাবিধানের উদ্যোগ দেবতার বিধানের বিরুদ্ধে বৈরিতা। সঠিক উপায় হলো দেবার্চনা এবং প্রায়শ্চিত্ত।

আদিম মানুষ কিছুটা তার সহজাত প্রবৃত্তির বশে এবং কিছুটা জীবজন্তুর অনুকরণে রোগ.ব্যাধির চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করলেও কোন সুসংহত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাদের দীর্ঘকাল পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হয়েছিল। কারণ সভ্যতার সূচনায় রোগ.ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল বেশ অস্পষ্ট। তবে আদিম মানুষ নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও অনেকটা জীবজন্তুর অনুকরণে যন্ত্রণাদায়ক রোগ.ব্যাধির চিকিৎসা করতে সচেষ্ট হওয়ায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে জীবজন্তুকেই মানুষের আদি শিক্ষাগুরু বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[২]

রোগ.ব্যাধির চিকিৎসায় একদিকে সে যেমন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের গণ্ডী তৈরি করেছে অন্যদিকে তেমনই হাতের কাছে সে যা পেয়েছে তা দিয়েই তাদের রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে চেয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ধারা। এগুলির একটি হল মন্ত্রতন্ত্র যাদুবিদ্যা ভোজবাজী দেবার্চ্চনা জুড়িবুটী মাদুলী ও কবচ প্রভৃতি অদৃশ্য ওষুধ ;পদঅপেপইসম কতনহব্ধ.নির্ভর অলৌকিক চিকিৎসা বা `নচমতদংজনতংস বনতম এবং অপরটি হল বিভিন্ন প্রকার ভেষজ জান্তব খনিজ ও ধাতব পদার্থ সম্বলিত লৌকিক চিকিৎসা বা দংজনতংস বনতম। একইভাবে এই দুধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল দুধরনের চিকিৎসক সম্প্রদায়। এগুলির একটি হল পুরোহিত বৈদ্য বা ওঝা বৈদ্য সম্প্রদায় অর্থাৎ যারা মূলত অলৌকিক বিদ্যার চিকিৎসক এবং অপরটি হল সম্পূর্ণভাবে খাঁটি বৈদ্য সম্প্রদায় এদের কাজ হল লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসা করা। তবে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিবর্তনের গোড়ার দিকে উল্লিখিত দুধরনের চিকিৎসারই দায়িত্ব ছিল পুরোহিত বৈদ্য বা ওঝা বৈদ্যের উপর। এরপর যত সময় এগিয়েছে এদেরই মধ্যে থেকে কিংবা এদের বাইরে আরও অনেকে বিভিন্ন প্রকার গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে একটি সম্পূর্ণ চিকিৎসক বা বৈদ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে এবং এদেরই অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা ব্যবস্থা।[৩]

ভারতের প্রাচীন সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই প্রকৃতি পরিবেশ বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট এই চিকিৎসা বিজ্ঞান একদিকে যেমন প্রাচীনত্বে ও উৎকর্ষের বিচারে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে অন্যদিকে তেমনি বিস্তৃতি বা প্রসারের ক্ষেত্রেও পৃথিবীর বহু অনুন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিজের অভিজ্ঞতা দান করে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এ সমস্ত কারণেই ভারতের সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসক সমাজের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুসংবদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত।[৪]

পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক পটপরিবর্তনের ফলে এবং ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ঃঅষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদেরঃ প্রায় প্রতেকটি অঙ্গই এক একটি পৃথক চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি এসে যায় তা হল ইউনানীবিদ্যা একটি বিদেশী চিকিৎসাশাস্ত্র হয়েও কিভাবে ভারতীয় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলঃ এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে প্রথমতঃ ইউনানী বিদ্যার উদ্ভবে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অবদান অপরিসীম। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মাটিতে আনীত হবার পর ইউনানী ও আয়ুর্বেদ নিজেদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তৃতীয়তঃ ভারতের মাটিতে ইউনানীর ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের পুরাতন। এই সকল দিক বিবেচনা করেই অধিকাংশ পণ্ডিত ইউনানী বিদ্যাকে ভারতের সনাতনী চিকিৎসা বা জতংকপজপবদংস উমকপবপদম.এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫]

আয়ুর্বেদের বিকাশের শেষ পর্যায় হল রসায়নতন্ত্রের যুগ বা তান্ত্রিক যুগ। কারণ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন সংহিতায় নানা প্রকার ভেষজ ধাতব খনিজ ও জান্তব পদার্থ ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এতে কেবল লতাপাতার ব্যবহার ছিল বেশি। কিন্তু এই শতকে নাগার্জুনের পারদ কজ্জলী আবিষ্কারের পর থেকে লতাপাতার পরিবর্তে ধাতু ঘটিত রসায়নের ব্যবহার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় দশম শতাব্দীর পরে রচিত সমস্ত আয়ুর্বেদ গ্রন্থেই ধাতু ঘটিত রসায়ন ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া আছে। এই ধাতু ঘটিত রসায়ন ব্যবহারের সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে রসসিদ্ধ সম্প্রদায় আত্রেয় সম্প্রদায় ;যারা ভেষজ রসায়ন ব্যবহারে বিশ্বাসীব্ধ.কে হীন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। ফলে দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের সূত্রপাত ঘটে এবং এই বিবাদ প্রায় ষোড়শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী

হয়। ষোড়শ শতক থেকে রসসিদ্ধ সম্প্রদায় তাদের রচনায় ভেষজ রসায়ন ব্যবহারের নির্দেশ দিলে এই বিবাদের অবসান ঘটে। তবে বাংলায় এই বিবাদ প্রায় বিশের শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।[৬]

রসায়নতন্ত্রের যুগের শেষে ;৭ম শতক থেকে ১৩.শ শতকব্ধ শুরু হয় আয়ুর্বেদের সংকলনএ অনুবাদ ও টীকাভাষ্য রচনার যুগ। যদিও এদেশে এ ধরনের তৎপরতা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিলএ কিন্তু এযুগে আয়ুর্বেদের জগতে কোন মৌলিক প্রতিভাধর ব্যক্তির আর্বিভাব না ঘটায় কোন মৌলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। যাইহোকএ এযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট সংগ্রহকার হলেন বাগভট্টএ মাধবকরএ সোঢ়লএ বৃন্দএ চক্রপাণিএ শাঙ্গধরএ বঙ্গসেন ও ভবমিশ্র এবং ডল্লনএ অরুণ দত্তএ বিজয়রক্ষিত শ্রীকণ্ঠ দত্তএ শিবদাসএ ইন্দু ও জৈয়ট প্রমুখ ছিলেন বিশিষ্ট টীকাকার।[৭] প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চর্চার জন্য অসংখ্য টোলএ চতুষ্পাঠীএ বিশ্ববিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে তক্ষশীলাএ বারাণসী ও নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটলিপুত্রের আরোগ্যশালা ছিল অন্যতম।[৮]

যে সমস্ত আরবীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতদের অবদানে ইউনানীবিদ্যা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাঁরা হলেনকৃহুনাইন ইবন ইসহাক খানএ আররাজীএ ইবন আজ্জারএ আলিইবন আব্বাসএ আব্বাস আজজারাভি ও আভিসেন্না প্রমুখ এবং ভারতীয়রা হলেন বৃ মানকা ;মানক্যব্ধএ শালিহবিন্ ভেল ;শালীব্ধএ কঙ্ক ;কনকায়নব্ধএ শানক ;চানক্যব্ধ ও যৌধর ;যশোধরব্ধ প্রমুখ। আরবের শাসকগণ প্রচুর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এঁদের রাজচিকিৎসক পদে ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে নিয়োগ করতেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সে যুগে গুণদেশপুর বিশেষ সুনামের অধিকারী হয়েছিল।[৯]

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারএ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জনৈক কবিরাজ বিঃ সিঃ জানার মন্তব্যেও এই ধারণার সমর্থন লক্ষ্য করা যায়।[১০] বহুদিন ধরে চলে আসা বিভিন্ন দেবদেবী যেমন . শিবএ কালীএ দুর্গা চণ্ডীএ শীতলাএ মনসাএ শনি ঠাকুরএ সত্যপীরএ ওলাবিবিএ মারীমাতাএ মারী আম্মাএ জাহেরএরাএ মারাংবুরু ও মোরেইকো তুরুইকো প্রভৃতি দেবদেবী ও বোঙাএডানএ সিকোত্রীএ ভূত ও চুরুল প্রভৃতি অশুভ আত্মাকে বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি ও দুর্দৈবের কারণ হিসেবে কল্পনা এবং এদের সন্তুষ্ট করার জন্য পুরোহিতএ ওঝাএ গুণীনএ পীরএ ফকিরএ দরবেশ বেদেএ ভৈরব ও মুশকিলআসান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আমাদের লোকায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারাবাহিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে সাহায্য করে।[১১]

লোকচিকিৎসা মূলত প্রাক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালী। কালক্রমে ভেষজ প্রণালী আধুনিক ফার্মাকোলজিক্যাল ওষুধ প্রস্তুত পদ্ধতির সঙ্গে মিশে এক নতুন বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্ম দিয়েছেন। আকু. পাংচার বা সুচ.চিকিৎসা পদ্ধতি জগতে বেশ সাড়া দিয়েছে। এই পদ্ধতি মোটেই নতুন নয়। শল্যচিকিৎসা দেশীয় পদ্ধতি পধানত দুটি পথ আমাদের চোখে পড়ে। প্রতিশ্রুতিমূলক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক অনুষ্ঠান গুলিকে বলা হয় ‘আচার’ এবং জীবিকার প্রতিশ্রুতিমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে মনে হয় উৎসব। প্রত্যেক বৎসর একই সময় একই নিয়মে সকলের করণীয় উৎসবগুলিকে সাংস্কৃতিক সধারণ উৎসব নামে অভিহিত করা যায়। সারা বৎসর শরীরকে সরল ও সতেজ নিরোগ রাখার জন্য হিন্দুদের সে সমস্ত ধর্মীয়এ সাংস্কৃতিক সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে চড়ক যা গাজন উৎসব একটি। নীল ষষ্ঠীর দিন সন্নাসীরা কাঁটা ঝাপ দেন। কানকুলিএ মেড়ামরীএ বইচ প্রভৃতি সে সমস্ত ঝুঁপি জঙ্গলে কাঁটা নির্বিষএ গায়ে ফুটলে ফুলে যায় না বা ঘা হয় না সন্ন্যাসীরা খালি গায়ে ওই সমস্ত কাঁটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এটাই কাঁটাঝাঁপ কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব হল চামড়ার ওপর এইরকম কাঁটা ফোটানোর প্রক্রিয়া মানুষের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রকে ঠিকমতো কাজ করতে সাহায্য করে। এর ফলে সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ও মৃগী রোগ হয় না।

বাংলার মেদনীপুর জেলায় এগরা থানা জামুয়ালছিমপুর গ্রামে অচীন্ত্য কুমার দাস যে ফুঁটানো পদ্ধতিতে প্লীহা রোগ সারিয়ে তোলে তাতে একই সঙ্গে প্রয়োজন হয় পঁচিশটি সুঁচ। এগুলি একেবারে সরাসরি ফুটিয়ে দেওয়া হয় না। প্রথমে ছুঁচগুলি আগুনে পুড়িয়ে নির্বিষ করা হয় তারপর এগুলো একটি লম্বা বেগুনের পাশের দিকে এমনভাবে ফোঁটানো হয় যাতে ছুঁচের ডগাগুলি একটু করে বেরিয়ে থাকে। পরে ওই বেগুনটিকে মন্ত্র পড়ে চন্ডীএ কালীএ শীতলা ইত্যাদি দেবদেবীর দুহায় নিয়ে চেপে ধরা হয় প্লীহার ওপরে। কেবলমাত্র প্রত্যেকবার দুহায়ের সময় তর্জনীএ মধ্যমা ও অনামিকার মাধ্যমে

সামান্যভাবে একটু চাপা দেওয়া হয়। সাতদিন অন্তর চলে এই আকু.পাংচার পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়া প্লীহা নরম হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে সময় লাগে তিনমা।

বসন্ত রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়া প্রণালী আকু.পাংচার পদ্ধতিরই একটি রূপ। অতি প্রাচীন অথর্ব বেদেরঃ সময় থেকেই আমাদরে দেশে টীকা দেওয়া প্রথা প্রচলিত আছে। আজকের গ্রামজীবনেও ওঝার সাক্ষাৎ মেলে। বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্থ মানুষকে অথবা সর্বদ্রষ্ট রোগীকে এরা অলৌকিক শক্তিবলে আরোগ্যলাভের সাহায্য নিয়ে এরা এই সব রোগীদের চিকিৎসা করে। ব্যাধির নিরাময়ের জন্য ঔষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি হল লোকায়ত দিক এবং অপরটি বিজ্ঞানভিত্তিক দিক। লোকায়ত দিকটিতে প্রাচীন সংস্কারভিত্তিক নানান ভেষজ ঔষুধ প্রাচীন ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর অপরটি হল বিজ্ঞানভিত্তিক দিক জ্ঞানসমৃদ্ধ গবেষণা ভিত্তি নানা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতির ক্রিয়াবিক্রিয়ার মূখ্য অংশগ্রহণ করেছে।

লোকায়ত ভিত্তি ঔষুধ যদি কেবলমাত্র আজগুবি ও কেবল মনগড়া হত তাহলে যুগ যুগ ধরে এর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকত না। আপাতদৃষ্টিতে লোকায়ত ধারা বিজ্ঞানভিত্তিক ধারার বিপরীতমুখী বলে মনে হলেও এবং বর্তমানে শিক্ষিত সমাজব্যবস্থার একধরনের প্রবণতা গড়ে উঠলেও দেখা যায় যে এই ধারার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। দুটোই ধারার উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গলসাধন। আজকের যুগে একথা সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে যে চিকিৎসার পদ্ধতিতে এক চিকিৎসার উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট সমাজে স্বীকৃতী পেতে হবে তা না হলে ওই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি যথার্থভাবে ফলপ্রসূ হবে না। দেশে.বিদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষুধের ও ভাবপ্রবণিক গতি প্রকৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো রোগের সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ক্ষমতা এবং প্রকৃত ঔষুধের প্রয়োগের ক্ষমতায় কিন্তু কৃতকার্যতার শেষ কথা নয়এ রোগীর পারিপার্শ্বিকএ মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলিরও সুষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ এগুলোর সাথে মানুষের স্বাস্থ্য এবং ব্যাধি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে লোকায়ত চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ বা ওঝা ও দেয়াশীরা ঐ বিশেষ সমাজের একাঙ্গিভূত।

রোগীর ধ্যান ধারণা ও মানসিক গতি প্রকৃতির সাথে এদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। তাই অতি সহজে এদের প্রদত্ত ঔষুধ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। মানুষ কায়মনোবাক্য এদের নির্দেশ ও প্রযোগবিধি পালন করতে সচেষ্ট হয় ভারতের মতো বিশাল দেশে লোক ঔষুধের সীমা পরিসীমা নেই। এর প্রতিটি গ্রামে রয়েছে অসংখ্য লৌকিক দেব দেবী। এদের দেয়াশীদের কাছে নানা রকম রোগের ঔষুধ পাওয়া যায়। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গ্রাম শহরের মানুষ দলে দলে এইসব লৌকিক দেবদেবী স্থানে হাজির হয়েছে এবং আজও সেই গতির বিরাম নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে রাশিয়া ও আমেরিকায় লৌকিক ঔষুধ নিয়ে বিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা শুরু হয়েছে। সাইবেরিয়ায় নানা ধরণের দেশজ ঔষুধকে কেন্দ্র করে শরীরবিদ্যাএ স্নায়ুতন্ত্র এবং মনোবিদ্যার নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণার চেষ্টা খুবই ফলপ্রশ্ন হয়েছে। এছাড়া দেশজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত নানা ধরণের ভেষজ.এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ এখনও হয়নি। অথচ শিকড়.বাকড় এবং লতা.গুল্ম থেকে ভিত্তি করে জীবনে ঔষুধ প্রয়োগ প্রণালী কোন অনধিকাল হতে বয়ে চলেছে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোকচিকিৎসার অবদান অপূরণীয়। যখন সাধারণ লোকদের কাছে বিজ্ঞানের রশ্মি পৌঁছায়নিএ তখন গ্রামে.গঞ্জেএ বনজঙ্গলে মানুষ নিজস্ব উদ্ভাবিত জ্ঞানে দ্বীপ প্রজ্বলিত করে নানা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যুগের পর যুগ এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের সেবা শুশ্রষা করে আসছে। ভারতের বহু প্রাচীন যুগে চিকিৎসাবিধি চরকএ সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও কিন্তু বনে.জঙ্গলে থাকা পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে তা ছিল অজ্ঞাত। তারা নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে বনজঙ্গল থেকে ভেষজ আহরণ করে নিজেদের চিকিৎসায় ব্রতী হয়েছিলেন।

এই দেশজ চিকিৎসাবিধি এখনও লোকজগত থেকে অন্তহীত হয়নি তা ক্ষেত্র বিশেষ এক.একটি নাম ধারণ করে আছে যেমন টোটকা চিকিৎসা। টোটকা চিকিৎসকগণ যদিও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন না। তারা সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকেন। তারা শিকড়এ গাছ.গাছড়া থেকে ঔষুধ অহোরণ করে আসছেন হয়তো বা আধুনিক চিকিৎসার শাস্ত্রবিধি মেনেই গাছগাছড়া থেকে

প্রয়োজনীয় ঔষুধ তৈরী করেছেন। কিন্তু এই লোকচিকিৎসকদের অন্তরালে রেখে। রোগ চিকিৎসকগণ তারা নিজস্ব সৃষ্ট বিজ্ঞানসম্মত উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা কয়েকটি চিকিৎসাবিধি প্রচলন করে থাকেন।

প্রাথমিক ভাবে মানুষের সংস্কৃতিতে অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পকলার মতো উদ্ভব হয়েছে মন্ত্রের. যার বিবর্তিত রূপ হলো গান। সমাজ.গোষ্ঠীতে বা কৌমে যে বা যিনি মন্ত্রচর্চা করেন কিংবা যিনি মন্ত্র বিশারদ রূপে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছেনএ সেই সকল ওঝা. গুণিনকেও গীত.বিদ্যায় নিপুণ গায়ক হিসাবে স্বীকার করা হয়। ঃমন্ত্রঃ এবং ঃস্তোত্রঃগানের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র আছে। মন্ত্র ঃমায়ামুগ্ধকর ক্ষমতাঃ সম্পন্ন। মন্ত্র.বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তিগণ এই মায়াময় পরিস্থিতি কাজে লাগিয়েএ বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন।

সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঃস্তোত্রঃ্ঃজাদুমন্ত্রঃ কিংবা ঃজাদুবিদ্যাঃ এই শব্দ ত্রয়ের মধ্যে মারাত্মক কোনো ব্যবধান সৃষ্টি না হলেও রু ক৩ স্তোত্র সাধারণত তাবিজএ কবচএ কোনো গাছের শিকড় বা আংটি ইত্যাদি ধারণের মধ্যে সীমিতএ খ৩ কোনো বস্তু বা দ্রব্য তাবিজ. কবচে ভরবার পূর্বে বিশেষ ঃমন্ত্রঃ গীত হলে তবে তা ঃস্তোত্রঃ এবং ঃমন্ত্রঃ উভয়েরই সম্মিলন হয়। গ৩ ম্যাজিক বা জাদুতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তুক. তাক বা ক্রিয়া.কৌশলের সমন্বয়। সুতরাং ম্যাজিকের সঙ্গে নানাবিধ যাগ.যোগএ বলি.উৎসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে।

সাপে কাটলে ক্লিষ্ট রোগীর সারা শরীরে বিষ যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে তার জন্যই গাঁটুলি করা হয় বা ক্ষত স্থানেই আবদ্ধ রাখা হয়। বিষ ক্ষত মুখেই বেঁধে রাখতে পারলে সর্প.বিদ্যা. বিশারদের পক্ষে চিকিৎসার খুবই সুবিধা হয়। ক৩ বিষ সারা শরীরের রক্তে বিমিশ্র হতে পারে না। খ৩ মন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত বিষ ভস্ম করা যায়। গ৩ প্রয়োজনে চুমুক দিয়ে বিষ টেনে নেওয়া যায়। ঃগাঁটুলিঃ কথাটা গাঁট.কাপড়.বাঁধা ব্যাপার থেকেও আসতে পারে। গাঁট.কোমর ঃআঞ্চলিক শব্দ,। গাঁটে কাপড় বেঁধে রাখলে যেমন খুলে যাবার সম্ভাবনা কম তেমনি বিষ গাঁটুলি বা বন্ধন করলে রোগীর মৃত্যুভয়এ অন্যের ছাড়া বাণে মরা ইত্যাদির ভয় থাকে না।

ঘরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিকানোর পর স্নান সমাপন করে আসেন গুণিন। লোহার ছুরি বা অস্ত্র নিয়ে উক্তস্থানে পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। সেখানে পূর্বমুখে রাখা হয় অষ্টধাতু মিশ্রিত কাঁসার একঘটি আ.ঘাটা থেকে আনা জল। গুণিন নিকানো মেঝেতে ১২বার দাগ কেটে ঃদাগটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে কাটা হয়, ১২ বার মন্ত্রপাঠ করে জল অভিমন্ত্রিত করেন। রোগীকে অন্য জল খাওয়ার পূর্বে এই বা পবিত্রিত করা জল খেতে হয়। জল যাতে মাটিতে না পড়ে কিংবা বিড়াল না অতিক্রম করে ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। জলের ঘটি রাখতে হয় কাঠের আসনে। কারুর যদি ধাতু রোগ হয়এ কিংবা কেউ বাণ মারলে গুণিনের অষ্টধাতুর জলপড়া খেলে রোগ নিরাময় হয়ে যায় বলে মানুষের বিশ্বাস।

মন্ত্র এক দমে বা নিশ্বাসে সম্পূর্ণ করবার বিধি.নিয়ম গুণিন সমাজে প্রচলিত। এতে নিজেদের প্রভাব অন্যের কাছে আরও প্রকট হয়। তাঁদের মতেকৃদম ফেলে ফেলে বা নিশ্বাস ছেড়ে মন্ত্র বলার নিয়ম অনেক সময় চলে না। এরকম করলে মন্ত্রের ঃবাঁধনঃ ছিন্ন হয়এ নষ্ট হয় যাবতীয় আট ঘাট। তাই ঃআজ্ঞেঃ্ঃকালামঃ. ঃতালাকঃ্দহাইঃ দেবার সময় গুণিনগণ দীর্ঘ ঃফুঁঃ দেন। এবং তখনই দম বা নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ হয়। দেশজ চিকিৎসা করা হয় ঃস্তোত্রঃ্ ঃমন্ত্রঃ বা ঃজাদুঃএর সম্মেলনে। দ্রব্য ধারণের মূলে আমাদের মনে সেই আদিম কাল থেকেই একটা লৌকিক ধর্মগত সংস্কার ও বিশ্বাস কাজ করে আসছেএ যা থেকে নিজেদের কখনই বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করতে পারিনে। বস্তু বা পদার্থের অন্তর্লীন শক্তিতে প্রত্যয়.জ্ঞাপনের পশ্চাতে যদি কোনো প্রথাগত দর্শন থেকেও থাকে তবে তা হলো এই। ওঝা. গুণিনের প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ব্যক্তি বা ব্যক্তি মানুষের ধারণা যাই থাকুক না কেনএ আমাদের বিশ্বাস বা প্রথার পশ্চাতে দ্রব্যগুণ গুলির কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিমত খুব একটা নেই। তুক.তাক একটি অলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে। রোগী ও অন্যান্য ব্যক্তির মনে বিশ্বাসএ শ্রদ্ধা আনায়এ ভয় তিরোহিত করে। অবশ্য ওঝা.গুণিনের অভিমতএ প্রকৃষ্টরূপে নিয়ম.পালনের কোনো রকম শৈথিল্য না থাকলে রোগ.ব্যাধি নিরাময়তা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে না।

তথ্যসূত্র

১ए व्यसमतए ड ॻ ष्जीम ब्नसजनतंस कमपिदपजपवद व ि पसससदमे पद अपससंहम प्दकपं॰ पद भ्नउंद व्तहंदप्रंजपवदए 1963ए छवए 22 चचए 32.35

२ए च्ए ज्ञए ँदलंसक् । भ्पेजवतल व ि डमकपबपदम ंदक चींतउंबल पद प्द. कपंए ंसबनजजंए 1964ए चचए31.32ए ळपतपदकतंदंजी डनीमतरमम.भ्पेजवतल व ि प्दकपंद डमकपबपदम . टवस .ए छमू क्मसीपए 1974ए चए 68ए ।तदवसक डपेब ँवतेइल.डमकपबपदम ंदक डंदापदकए स्वदकवदए चचए 17.19ए ठतंपद प्दहसपेकृछंजनतंस डमकपबपदमए स्वदकवदए 1979ए चचए 9.11ए

३ए আনন্দকিশোর মুন্সীকৃকৃভেল্কি থেকে ভেষজশ্ए কলকাতাए ১৩৩৬ए পৃए ৯.১০ए সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকৃ ষ্সুশ্রুত ও হ্যানিম্যানশ্ কলকাতাए ১৩১৩ए পৃए২ए ৬ए ँए डीकपींदकृ प्दकपंद ।सबीमउल ؏ तेंलंदए 1976ए च.9ए

৪ए भ्ए म्ए ँपहमतेजकृ श। भ्पेजवतल व ि डमकपबपदमए टवसए प्ए छमू ल्वताए 1961ए चए135ए त्ए ब्ए डंरनउकंत . डमकपबपदम श टपकम । ब्वदबपेम भ्पे. जवतल व ि बपमदबम पद प्दकपंए छमू क्मसीप 1971ए चचए 262.64ए মাধবেন্দ্রনাথ পালকৃ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আয়ুর্বেদए কলকাতাए ১৯৭৪ए পৃ ২.৩

৫ए ब्ए स्मेसपम श्जीम ।उइपहनपजपमे व ि डमकपबंस त्मअपअंसपेउ पद डवक. मतद प्दकपं अपकम . स्मेसपमए मकपजमक श)पंद डमकपबंस ँलेजमउेरू । ब्वउचंतंजपअम ँजनकलरू स्वदकवदए 1976ए चए356ए ।एस्ए ठींउ..... श्च्तंबजपबम व ि डमकपबपदम पद ।दबपमदज ंदक डमकपमअंस प्दकपंए अपकम. स्मेसपमए मकपजमकए वचण्बपजए चए 40ए

৬ए च्ए क्ए ळंपजवदकम.श्च्वतजनहनमेम च्वदममते पद प्दकपंरू ठवउइंलए 1983ए चए 87ए প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসए কলকাতাए ১৯৫৮ए পৃ.৪১ए ১৮৮ए প্রফুল্লচন্দ্র রায়ए হিন্দুরসায়নী বিদ্যাए কলকাতাए ১৩৫০ए পৃ.১৭।

৭ए च्ए ज्ञनजनउइपीए वचण्बपजए 1971ए च.75ए গণনাথ সেনए পূর্বোক্তए পৃ.৩৩.৩৪।

৮ए त्ए छए बिवचतं.मकपजमकए श्जीम ळंमजजममत व ि प्दकपंश्ए टवसए प्ए छमू क्मसीपए 1973ए च.208ए

৯ए च्ए भ्मीपत.श्जीम डमकपबंस च्तवमिपवद पद प्दकपंश्ए स्वदकवदए 1923ए चए106ए डर्एँपककपुपए श्जीम न्दंप जपइइपश्ए अपकम.। ब्वदबपेम भ्पेजवतल व ि बपमदबम पद प्दकपंश्ए छमू क्मसीपए 1971ए चचए 268.73ए অশোককুমার বাগচীए পূর্বোক্তए ১৯৮৪ए পৃ.২৭ए ২৮.৩৫ए ষচিকিৎসক ও সমালোচকए ১ম খণ্ডए ১৩০১ সালए পৃ.৩।

১০ए त्ए ब्ए डंरनउकंतए वचण्बपज च.233ए ষ্সুপ্রভাতশ্ए শ্রাবণए ১৩১৫ए পৃ.২৫৬ए ठण्ब्ए श्रंद.प्दकपहमदवने ँलेजमउ ंदक प्दकपंद ँलेजमउ व ि डमकपबपदमश्ए ष।ददनंस डंहंपदमश व ि श्रिए ठए त्वल ।लनतअमकपब डमकपबंस ब्वससमहम – भ्वेचपजंसए 1991.92ए च.4ए

১১ए গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুएষবাংলার লৌকিক দেবতাশ্ए ১৩৯৪ए পৃ.১২4.25ए म्ए ज्ए क्ंसजवदकृ श्क्मेबतपचजपअम म्दजीवसवहल व ि ठमदहंसश्ए ब्ंसबनजजंए चच.184ए 212ए क्ंअपक भ्तकपउंद. श्जीम बवउपदह व ि जीम क्मअपषए क्मसीपए 1987ए च.11ए ডঃ বিনয় মাহাতোকৃষলোকায়ত ঝাড়খণ্ডए কলকাতাए ১৯৮৪ए পৃ.১৬১.৬৭।